দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শিক্ষার্থীদের অসামান্য ক্ষতি পূরণ হইবে কী

বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের লাগাতার হরতাল-অবরোধ কর্মসূচির কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইয়া গিয়াছে তাহা মোটেও সামান্য নহে। প্রতিবারের মতো বৎসরের শুরুতে নূতন বই হাতে পাইয়া শিক্ষার্থীরা যখন নবউদ্যমে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক তখনই শুরু হয় এই সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচি। জানুয়ারির ৬ তারিখে শুরু হইয়া টানা ৯২ দিন ধরিয়া তাহা অব্যাহত থাকে। এই সময়ে শুধু যে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অতি মূল্যবান শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইয়াছে তাহাই নহে, লক্ষ লক্ষ এসএসসি পরীক্ষার্থী তাহাদের জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটিও দিতে পারে নাই যথাসময়ে। অবর্ণনীয় এই উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার প্রভাব তাহাদের ফলাফলে পড়িতে বাধ্য। সব মিলাইয়া, শিক্ষা ক্ষেত্রে যে-ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহা যে সহজে পূরণ হইবার নহে— এই একটি ব্যাপারে কেহ দ্বিমত পোষণ করিবেন বলিয়া মনে হয় না।

এমতাবস্থায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ক্ষতি লাঘবের উদ্দেশ্যে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্যোগের অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে চারদফা নির্দেশনা দেওয়া হইয়াছে। প্রদত্ত নির্দেশনায় বলা হইয়াছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিদিন একটি বা দুইটি অতিরিক্ত ক্লাস লইতে পারিবে; সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখিয়া ক্লাস নেওয়া যাইবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ প্রয়োজনে গ্রীষ্মের ছুটি সংক্ষিপ্ত করিয়া বিশেষ ক্লাস লইতে পারিবেন। আর কলেজ পর্যায়ের ক্ষতি পোষাইবার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা লইতে বলা হইয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগের ফলে ক্ষতি কতটা পূরণ হইবে তাহা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও উদ্যোগটি যে ইতিবাচক তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও তাৎপর্যপূর্ণ যে উদ্যোগটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত নহে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের সহিত শিক্ষামন্ত্রীর আলোচনার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হইয়াছে। অতএব, আশা করা যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসৃত হইবে।

যে-কথাটি না বলিলেই নয় তাহা হইল, চরম দুর্যোগময় মুহূর্তেও শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অনন্য দায়িত্বশীলতা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছেন। তাহারা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বিদ্যালয় খোলা রাখিয়া শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখিয়াছেন। এমন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও আছে যাহারা মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালাইয়া গিয়াছেন। নিয়মিত যোগাযোগ রাখিয়াছেন শিক্ষার্থী এবং তাহাদের অভিভাবকদের সহিত। অতএব, এই আশা তো আমরা করিতেই পারি যে আমাদের দায়িত্বশীল শিক্ষকরাই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে শিক্ষার্থীদের যে অসামান্য ক্ষতি হইয়া গিয়াছে তাহা পূরণে আগাইয়া আসিবেন। প্রয়োজনে বিশেষ কোচিংএর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। পাশাপাশি, মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে শুধু নির্দেশনা জারিই যে যথেষ্ট নহে, নিয়মিত তদারকিরও প্রয়োজন রহিয়াছে তাহাও বলার অপেক্ষা রাখে না।